দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষাক্রম সংস্কার

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ

পাঠক্রম এবং পাঠপুস্তক

(১) জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভাগগুলি মেনে নিয়ে এই আদর্শ সামনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তিনধরনের জ্ঞানের ভিত্তিমূলে আল্লাহ দত্ত নীতিমালা। বিশ্লেলন করে কার্য্যকরী করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের সংগে বিশ্বাসের, জ্ঞানের সংগে মূল্যবোধের, জ্ঞানের সংগে কর্মের, জ্ঞানের সংগে শক্তির,জ্ঞানের সংগে দৌলতের (বা অর্থের), জ্ঞানের সংগে সমাজ চেতনার, জ্ঞানের সংগে রাজনীতির এবং জ্ঞানের সংগে জাতির পার্থিব উন্নতির নিগূর সম্পর্ক ম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাতে হবে।

শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্ক বুঝতে সক্ষম হলে গারা ধর্মের আধ্যাত্মিক, নেতিক এবং াগতিক মাহাত্ম এবং উপকারিতা অন্তরের ন্তস্থল থেকে নিগূঢ়ভাবে বুঝতে সক্ষম বে এবং ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত বং আন্তর্জাতিক সর্ব অবস্থায়ই ধর্মের নদন্ড সামনে রেখে চলতে পারবে। ফলে, রা মানসিক শান্তি পাবে কারণ, আল্লাহর ংগে, মানুষের সংগে এবং প্রকৃতির সংগে ব্যবহার করার মধ্যে মানসিক তৃপ্তি য়েছে।

) শিক্ষাক্রম তাই জ্ঞানের এই তিনটি ধান ধারাগুলির সমন্বয় দ্বারা সৃজিত হবে- ন বা দ্বীনবিষয়ক জ্ঞান, মানবিক অবস্থা ষয়ক জ্ঞান এবং প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান rligious sciences, human science এবং natural science)। থম জ্ঞান অহিলব্ধ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের ভতরেই নিহিত রয়েছে অন্য দুই প্রকার ান সম্পর্কিত নীতি এবং তত্ত্ব। তাই কদিক থেকে এই তিনটি জ্ঞানের রিবেশক বিষয় (subject) গুলি তিটি শিক্ষার্থীর জানা প্রয়োজন। কারণ, ই এক একটি জ্ঞানের পরিবেশনার ধ্যমে মানব প্রকৃতিগত এক একটি মতার সাধন এবং বিকাশ ঘটে। দ্বীনকে ানার মাধ্যমে আত্মিক ক্ষমতা বিকাশ ধন সম্ভবপর হয়, মানুষে আল্লাহর ম্বন্ধে সচেতনতা অর্জন করে এবং নুষের ঈমান বলিষ্ঠতর হয়। মানবিক জ্ঞান (human sceinces) মানুষকে র সমাজ সম্বন্ধে সজেতন করে, তিবৃত্তের মারফৎ মানবিক অতীতের বচিত্র, ব্যাপকতা এবং সেই অতীতের ভতরে নিহিত যে আল্লাহ দত্ত মূল্যবোধের ংগে সমাজ, কৃষ্টি এবং জীবনের পরিবর্তন, উন্নতি-অবনতির নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝতে পারা যায়। সাহিত্যের মারফৎ মানবিক অনুভূতি তীক্ষ্ণতা অর্জন করে এবং মানুষ তার জীবনে সত্যাসত্যের, ন্যায়, অন্যায়ের, স্বার্থপরতা বনাম স্বার্থলেশহীনতা চরম দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করে এবং আল্লাহ দত্ত মুল্যবোধের মানদন্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন ও মানব চরিত্র সম্বন্ধে গভীরতা অর্জন করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (natural sciences) অর্জনের পদ্ধতিতে যে নিয়ম-কানুন রয়েছে তার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিশক্তি সুক্ষ্মতা অর্জন করে, মানুষ বিচার বিশ্লেষন করে নিয়মকানুন জানার ক্ষমতা লাভ করে এবং ক্রমশঃ প্রাকৃতিক জগতের অংশ হিসেবে মানুষকে দেখার এবং বোঝার ক্ষমতা অর্জনকরে।

এই তিনের সমন্বয় সাধন না করলে কখনও সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং এই তিনটি স্রোতধারার সংগে নিবিড় পরিচয় পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে অর্জিত হতে হবে।

(৩) তেমনি এই তিনটির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে আল্লাহ দত্ত জ্ঞান থেকে মানুষের সত্তা মানব সমাজ সম্পর্কে এবং প্রকৃতির সত্ত্বা সম্পর্কে এবং এই উভয় সম্পর্কের মধ্যে যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটছে সেই সম্পর্কে যে সত্য উদঘাটন করে- তার মারফৎ। কি ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে তা করা সম্ভব এবং সে সম্বন্ধে কি পদ্ধতি শিক্ষাবিদরা গ্রহণ করবেন তার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে দিলামঃ

(ক) সাহিত্য এবং শিল্পকলা এমন ভাবে পাঠ্যপুস্তকে পেশা করা হবে এবং শিক্ষা দেওয়া হবে যেন শিক্ষার্থীদের সত্যোপলব্ধি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সূক্ষ্মতা অর্জন করে, যেন তারা বাঁধাধরা, গতানুগতিক এবং অভ্যাশপ্রসূত অনুভূতির থেকে সত্যকার উপলব্ধিগত অনুভূতিকে ভিন্ন করে বুঝতে সক্ষম হয় এবং ধর্ম মানবসত্তায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রোথিত যে চিরন্তন মূল্যবোধের চেতনা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে দেয়- সেই চেতনা প্রসূত মানদন্ডের মাপকাঠি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এবং অনুভব করতে পারে এবং তারই ফলে সাহিত্যে ও শিল্পকলায় যে জীবদর্শন রুপায়িত এবং রূপান্তরিত হচ্ছে তার গভীরতা, ব্যাপকতা এবং সাময়িকতামুক্ত চিরন্তনতা বুঝবার এবং মাপবার ক্ষমতা অর্জন করে।

(খ) বিজ্ঞান এবং অংক শাস্ত্রের পাঠক্রম এবং পাঠ্যবিষয় এমনভাবে পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন, যেন শিক্ষার্থীরা শুধু যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়ার এবং তাত্ত্বিক সত্য বিধৃত করার যোগ্যতা অর্জনই করবে তাই নয়, তারা যেন বিজ্ঞান এবং টেকনলজির ধ্যানধারণার অপূনর্ণতার এবং পরিবর্তনশীলতার অর্থও বুঝতে পারে। ধর্ম জীবন এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা শিক্ষা দেয়, তাও যেন তারা বুঝতে পারে এবং বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে যে ধ্যানধারণার উদ্ভব ঘটে সেই ধারণার সংগে ধর্মপ্রসূত ধারণার বৈষম্য বা বৈপরীত্যের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে পারে। সেই সংগে সংগে ধর্ম আমাদেরকে যে নৈতিকতার মানদন্ড দিয়েছে, তার মাধ্যমে বিজ্ঞানপ্রসূত সমস্ত প্রকার গবেষণার ফলাফলের উপকারিতা ও অপকারিতা বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে বা সাবধানহতেপারে।

(গ) সমাজ এবং সংস্কৃতির পাঠক্রম এমনভাবে তৈরী করা প্রয়োজন, যেন শিক্ষার্থীরা সমাজ এবং সংস্কৃতির অবস্থা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণই শুরু করতে শিখবে তা-ই নয় সংগে সংগে ধর্ম মানুষে মানুষে সংযোগ সাধনার যে নিয়মাবলী দিয়েছে, তাও তাদের আয়ত্তাধীন হবে। ফলে, চিরন্তন মূল্যবোধ চেতনা দ্বারা সমাজ এবং সংস্কৃতির উন্নতি বা অবক্ষয়ের মানদন্ড ব্যবহার করতেও জানবে। ফলতঃ প্রকৃতি এবং মানব সমাজে জীবনধারণ করার পদ্ধতিও জানবে এবং মানবে এবং বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির সর্বপ্রকার গবেষণার উপকার, অপকার এবং নৈতিকতার উপর সেই গবেষণার প্রভাব সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হবে। অর্থাৎ, পাঠক্রম ব্যক্তি নিরপেক্ষ অথবা গোত্র বা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হলেও মূল্যনিরপেক্ষ হবে না বরঞ্চ মূল্যবোধ সম্পন্ন হবে।

(ঘ) দৈহিক মঙ্গল সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, দেহকে মন এবং আত্মার মংগল সাধনার সংগে সংযুক্ত রাখা প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও ধর্মনির্ধারিত নিয়মাবলীর সংগে আত্মিক, মানসিক মংগলের সংযোগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। দৈহিক স্বাস্থ্যের সংগে মানসিক স্বাস্থ্যের (Mental hygiene) যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। উপরোক্ত নীতিগুলো সামনে রেখে অগ্রসর হলে আমরা শিক্ষাংগনে বিরাট মাংগলিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হব।